ড. রাগিব সারজানি

কুরআন হিফজ করবেন যেভাবে

অনুবাদ
সাদিক ফারহান

সম্পাদনা
সদরুল আমীন সাকিব

মাকতাবাতুল হাসান

অ র্প ণ

শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের করকমলে; যার অক্লান্ত শ্রম ও অসীম আগ্রহে আমি হাফেজ হতে পেরেছি!

—অনুবাদক

সূচি

পৃষ্ঠা বিষয়

৯ অনুবাদকের কথা
১৩ প্রাককথন
১৭ এই মাহাত্ম্যের খোঁজে
১৯ অপার বিস্ময়
২১ জাগ্রত হোক দায়িত্ববোধ
২৪ ইসলামে হাফেজে কুরআনের মর্যাদা
২৬ কুরআন হিফজের ক্ষেত্রে পালনীয় নিয়মনীতি
২৯ প্রধান নিয়মসমূহ
২৯ এক : ইখলাস
৩৫ দুই : দৃঢ় সংকল্প
৩৭ তিন : কুরআন হিফজের মূল্য অনুধাবন
৩৯ চার : হিফজকৃত বিষয়াবলির ওপর আমল করা
৪২ পাঁচ : গুনাহ পরিত্যাগ করা
৪৫ ছয় : দোয়া
৪৬ সাত : মর্ম বুঝে হিফজ করা
৪৭ আট : সঠিক তাজউইদ (তিলাওয়াতজ্ঞান) জানা
৪৯ নয় : ধারাবাহিক তিলাওয়াত
৫১ দশ : হিফজকৃত অংশ দ্বারা খুশুখুজুর সাথে নামাজ আদায় করা
৫৩ প্রধান নিয়মগুলোর সংক্ষিপ্ত স্মরণিকা
৫৪ কুরআন হিফজের সহায়ক নিয়মকানুন

পৃষ্ঠা বিষয়

পৃষ্ঠা	বিষয়		
৫৫	হিফজের সহায়ক দশটি পদ্ধতি		
৫৫	এক	:	সুস্পষ্ট পরিকল্পনা
৫৬			পাঁচ বছরে হিফজ সম্পন্ন করা
৫৮	দুই	:	সংঘবদ্ধ হয়ে শুরু করা
৫৮			কী ঘটল? শয়তানের অনুপ্রবেশ!
৬০	তিন	:	পকেটে ছোট কুরআন রাখা
৬১	চার	:	ইমাম সাহেবের তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শোনা
৬৩	পাঁচ	:	সহজ অংশ দিয়ে শুরু করা
৬৭	ছয়	:	নির্দিষ্ট অনুলিপিতে হিফজ করা
৬৯	সাত	:	হিফজ শক্তিশালী হওয়ার আগে সামনে না-এগোনো
৬৯	আট	:	সুরাগুলো আলাদা আলাদাভাবে আত্মস্থ করা
৭০	নয়	:	'আয়াতে মুতাশাবিহাত' (সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতসমূহ)-এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা
৭৬	দশ	:	হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা
৭৭	সহায়ক নিয়মগুলোর সংক্ষিপ্ত স্মরণিকা		
৭৮	শেষ কথা		

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

'নিশ্চয় আমিই কুরআন নাজিল করেছি আর আমিই তা হেফাজত করব।' [সুরা হিজর: ৯]

কুরআন একমাত্র গ্রন্থ, যার হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন। এটি আসমানি প্রতিশ্রুতি। আর 'আল্লাহ কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।' [সুরা আলে ইমরান: ৯]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণে কুরআন সংরক্ষণের বিস্ময়করসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি উম্মাহর বহু সন্তানের বুকে কুরআনের ছবি এঁকে দিয়েছেন আর তাকে করেছেন সহজ, এর হিফজকে করেছেন আয়ত্তসাধ্য। ফলে কুরআনের শব্দ আজও সংরক্ষিত, অর্থ সুরক্ষিত এবং কুরআনের আমলি রূপ উম্মাহর মাঝে প্রতিষ্ঠিত।

এমনইভাবে যে ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সে ভাষা ও তার পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাও সুরক্ষিত, যে মহান ব্যক্তিত্বের ওপর তা অবতীর্ণ হয়েছিল, তাঁর জীবনচরিতও অবিকৃত, এমনকি যাদের সম্বোধন করে এসেছে ঐশী এ বার্তা, তাদের জীবনেতিহাস পর্যন্ত আমাদের নিকট অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান।

আজ চৌদ্দশত বছর পরেও শত-হাজার-লাখ মুসলিম সন্তান এ গ্রন্থ বুকে ধারণ করে আছে। হাজারো কূটপ্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র, হাজারো যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞ কুরআনের প্রতিরূপকে বিকৃত করতে পারেনি। বস্তুত, কুরআন একটি পরশপাথর—এর সংস্পর্শে যা আসে, যে আসে, সবই দামি ও মর্যাদাবান হয়ে ওঠে।

যে মাসে এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সে মাস বাকি এগারো মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; যে রাতে এ কুরআন এসেছে, সে রাত অন্যসব রাতের তুলনায় মর্যাদাপূর্ণ; যে নবীর ওপর এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শেষ ও সমগ্র জাহানের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এমনকি ইসলামের চৌদ্দশ বছরের সোনালি ইতিহাসে যারা যেকোনোভাবে কুরআনের সংস্পর্শে এসেছে, তারাই সফলকাম হয়েছে—পৌঁছে গেছে মর্যাদার শিখরে...।

দ্বীনি ইলমের সমৃদ্ধি-প্রত্যাশী প্রতিটি ব্যক্তির জন্যই কুরআন ও হাদিসের 'নুসুস' (টেক্সট) মুখস্থ থাকা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। হিফজুল কুরআন এবং হিফজুল হাদিস দুটোই এ ক্ষেত্রে সমানভাবে দরকারি। তবে কুরআনুল কারিমের হাফেজ প্রতিটি মানুষ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত 'কুরআন-সংরক্ষণকারী দলের' অন্তর্ভুক্ত হবেন—কারণ, তিনি তাদের এক মহা নিয়ামতে ঋদ্ধ করে এই মূল্যবান গ্রন্থের হাফেজ বানিয়েছেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন আর তাদের পুণ্যের ভাগ করেছেন সমৃদ্ধ; মুমিন জাতিকে নির্দেশ প্রদান করেছেন, তারা যেন তাদের মর্যাদা দান করে, অন্যদের ওপর তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদিসে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থের দ্বারা কাউকে সম্মানিত করেন, কাউকে করেন অপদস্থ।"[১]

ড. রাগিব সারজানি বর্তমান সময়ের একজন আলোচিত লেখক; নন্দিত ইতিহাসবিদ। তাঁর মতো বরেণ্য মানুষ এর বৈষয়িক গুরুত্ব অনুধাবন করে শ্রেষ্ঠ হাফেজদের অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত গবেষণার আলোকে বক্ষ্যমাণ পুস্তিকা রচনা করেছেন। পুস্তিকা না বলে একে বরং একটি রুটিন বা কার্যবিধি বলা যায়।

আমি মনে করি, হিফজুল কুরআনে আগ্রহী প্রতিটি ব্যক্তির কুরআনের সাথেই ছোট্ট এই পুস্তিকাটি থাকা জরুরি। বিশেষত যারা সময় পার করে ফেলেছেন—জাগতিক ব্যস্ততার কারণে আর

[১]. সহিহ মুসলিম : ৮১৭।

হিফজের সুযোগ পাচ্ছেন না; কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ছেন অথবা যাপিত জীবনের গোলকধাঁধায় এমনভাবে আটকে গেছেন, যেখানে হিফজুল কুরআনের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সাহস করতে পারছেন না—তাদের জন্য পুস্তিকাটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। হিফজুল কুরআনের আদ্যোপান্ত শেষ করতে যতগুলো স্তর অতিক্রম প্রয়োজন, যেমন রুটিন প্রস্তুত করা দরকার, বইটিতে প্রায় সবই তিনি আলোচনা করেছেন।

লেখক যেহেতু বরেণ্য মানুষ, পাশাপাশি তিনি নিজেও একজন হাফেজ, তাই কুরআনের কোন অনুলিপি সংগ্রহ করবেন, কীভাবে কোথা থেকে শুরু করবেন, কতদিন সময় বেঁধে নেবেন, কীভাবে ইয়াদ (স্মরণ) রাখবেন, কোন পর্যায়ের মেধাসম্পন্ন লোকের কী পরিমাণ পড়তে হবে, ব্যস্ততার মাঝেও কীভাবে সময় বের করে নিতে হবে—সব বিষয়েই তিনি বিন্যস্ত নিয়মকানুন উপস্থাপন করেছেন, বন্ধুবৎসল শিক্ষকের মতো পরামর্শ দিয়ে বাধিত করেছেন।

উল্লেখ্য, পুস্তিকাটিতে উল্লেখিত আয়াত, হাদিস ও বাণীসমূহের সূত্র উল্লেখ করা ছিল না, তাই অন্বেষণপূর্বক সেগুলোর সূত্র সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি শেষে গ্রন্থসূত্রও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া, যে-সমস্ত কথা আমাদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যামূলক বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেখানে তৃতীয় বন্ধনী [ ] ব্যবহার করা হয়েছে।

আমি বলব, ছোট্ট এই পুস্তিকাটি একবার পড়ে সেলফে তুলে রাখার মতো নয়; বরং হিফজ-প্রত্যাশী প্রতিটি ব্যক্তির কুরআনের সাথেই তা থাকা উচিত। বইটি মুসলিম ভাই-বোনদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক, এটাই আমাদের কামনা।

ছাপার হরফে আমি একদমই নবীন। এটি আমার অনূদিত প্রথম বই। অতএব, ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া একদম স্বাভাবিক। আশা করি, বইটির কোনো কথায় বা শব্দ ও বাক্যচয়নে কোনো অসংগতি অনুভূত হলে বিজ্ঞ পাঠক আমাদের সে বিষয়ে অবহিত করবেন। কলেবর ছোট্ট হলেও প্রথম বই হিসেবে কুরআনুল কারিম সংশ্লিষ্ট কাজ করতে পেরে আমি আপ্লুত।

মাকতাবাতুল হাসানের যারা বইটি প্রকাশের পেছনে শ্রম দিয়েছেন, আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দিন।

পরিশেষে, নন্দিত লেখক ড. রাগিব সারজানির পথনির্দেশে শুরু হোক আপনার হিফজের পথচলা—আমিন।

দোয়ার মুহতাজ
সাদিক ফারহান

প্রাককথন

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর—আমি তাঁর প্রশংসা আদায় করছি, তাঁর নিকট সাহায্য, ক্ষমা এবং হিদায়াত কামনা করছি; তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আমাদের মন্দ আমলের আগ্রাসন থেকে! তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না; আর তিনি যাকে বিপথে রাখেন, তাকে পথে আনার কেউ থাকে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক—তাঁর কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। হে আল্লাহ, আপনার সমস্ত নামের ওসিলা দিয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আপনি কুরআনকে করুন আমাদের হৃদয়ের বসন্ত, অন্তরের আলোক এবং দুশ্চিন্তা-দুর্ভোগ দূরীকরণের মাধ্যম...।

পরকথা,

আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের যে-সমস্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার মাঝে শ্রেষ্ঠতম হলো এই কুরআন। লক্ষ করে দেখুন, মানবকে তার সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পূর্বে তিনি কুরআন শিক্ষাদানের নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন! যেমন সুরা আর-রহমানে তিনি বলেন,

﴿اَلرَّحْمٰنُ، عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ﴾

"তিনিই তো রহমান—যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন মানবকুল।" [সুরা আর-রহমান: ১-৩]

অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞানহীন মানুষকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন বলতেই যেন অনীহ এবং এই জ্ঞানের অবিদ্যমানতায় সেই মানব তাঁর নিকট নির্জীব জড়পদার্থের মতোই তুচ্ছ...।

এমনইভাবে আল্লাহ তাআলা সুরা আনফালে বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡ﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সেই ডাকে সাড়া দাও, যা তোমাদের জীবন দান করে।" [সুরা আনফাল: ২৪]

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দেয় না যে মানব, সে যেন প্রাণহীন মৃত কোনো জীব।

একদল মানুষকে আল্লাহ তাআলা মহান নেয়ামতে ঋদ্ধ করেছেন—তিনি তাদের এই মহামূল্যবান গ্রন্থের হাফেজ বানিয়েছেন, তিনি তাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন, তাদের পুণ্যের ভাগ সমৃদ্ধ করেছেন এবং মুমিন জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন তাদের মর্যাদা দান করে এবং অন্যদের তুলনায় তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করে। একাধিক হাদিসে বিষয়টির কথা এসেছে। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থের মাধ্যমে কাউকে করেন সম্মানিত, কাউকে করেন অপদস্থ।"[২]

এ ছোট্ট বইটিতে আমরা এমন কিছু নির্দেশনা উপস্থাপন করব, যেগুলো হিফজুল কুরআনের গুরুদায়িত্ব পালনে আপনার সহায়ক হবে বলে আমরা আশাবাদী। সে উদ্দেশ্যে এখানে প্রথমে আমরা প্রধান প্রধান দশটি মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব—বস্তুত হিফজুল কুরআনে আগ্রহী কেউই সেগুলো থেকে অমুখাপেক্ষী নয়। এরপর কিছু সহায়ক নিয়মনীতি উল্লেখ করব, যেগুলোর গুরুত্ব বিচারে যদিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তবে তা প্রথম দশটি বিষয়ের

[২]. সহিহ মুসলিম: ৮১৭।

প্রয়োজনীয়তা মোটেও হ্রাস করে না। অতএব, সর্বসাকুল্যে এখানে আমরা মোট বিশটি উপায়-উপকরণ নিয়ে আলোচনা করব।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের তাঁর কিতাব হিফজের, অর্থ অনুধাবনের এবং তদনুযায়ী আমল করার তওফিক দান করেন। পাশাপাশি তিনি আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা কুরআনের সম্মান রক্ষা করেছেন, তাকে সমুচ্চ করেছেন, তার রঙে রঙিন হয়েছেন; সর্বোপরি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কুরআনের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছেন।

তাঁর কাছে আরও কামনা করছি, তিনি যেন এই বইটির মাধ্যমে আমার ও সকল পাঠকের পুণ্যের পাল্লা ভারী করেন! বস্তুত তিনি সকল কিছুতেই সক্ষম, বান্দার ডাকে সাড়া প্রদানকারী!

—ড. রাগিব সারজানি

এই মাহাত্ম্যের খোঁজে

পবিত্র কুরআন হিফজ করা মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর অন্যতম। এর মাধ্যমে সবচেয়ে উপকারের বিষয় হচ্ছে, মানুষ তার হিফজকৃত অংশ অনুযায়ী নিজে আমল করতে পারে এবং সে অনুযায়ী অন্য মানুষকেও দাওয়াত দিতে সক্ষম হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كِتَٰبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِۦ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

"আপনার উপর অবতীর্ণ এ গ্রন্থ মানুষকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য; অতএব, এ কাজে আপনার মনে যেন কোনোরূপ সংকোচ না থাকে। আর এ কুরআন মুমিনদের জন্য উপদেশবাণী।"

[সুরা আরাফ: ২]

এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবনের জন্য একবার ভেবে দেখুন, নিছক কুরআন তিলাওয়াতকারীর পুণ্যের পরিমাণ কত বিপুল! অতএব, একজন পাঠকের পুণ্যই যখন এত পরিমাণ, তাহলে তা মুখস্থকারী ব্যক্তির মর্যাদা কতটা হতে পারে! কেননা, একজন হিফজ-প্রত্যাশী ব্যক্তি অত্যধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে; যেমন সে তার হিফজ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যেও ধারাবাহিক তিলাওয়াতে মগ্ন থাকে, আবার ভুলে গেলে সেটুকু পুনরায়ত্ত করার চেষ্টায়ও আত্মনিয়োগ করে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে, তার জন্য একটি নেকি রয়েছে। আর প্রত্যেকটি নেকি হয়ে থাকে তার দশ গুণ পরিমাণে। আমি এ কথা বলছি না যে,

'আলিফ-লাম-মিম' হলো একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মিম একটি হরফ।"[৩]

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দুর্বল মস্তিষ্ক একজন তিলাওয়াতকারীর পুণ্যের পরিমাণই আন্দাজ করতে পারবে না, তাহলে একজন হাফেজে কুরআনের পুণ্যের পরিমাণ কীভাবে অনুধাবন করবে!

তা ছাড়া এই কুরআন কিয়ামত দিবসে 'সাহিবে কুরআন' (কুরআনের ধারক)-এর জন্য ঢাল হবে। হ্যাঁ, যিনি জীবন সাজিয়েছিলেন কুরআনের তিলাওয়াত, হিফজ ও তদনুযায়ী আমল দিয়ে, মানুষকে যিনি ডেকেছিলেন কুরআনের দিকে, কুরআন সেদিন তার রক্ষাকবচ হবে। একবার চিন্তা করে দেখুন, কিয়ামতের ভয়াবহ দিবসে কুরআনের প্রতিটি সুরা আপনাকে সেই ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করছে! এই যে সুরা বাকারা আপনার পক্ষে সুপারিশ করছে, সুরা আলে ইমরান আপনার জন্য আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাচ্ছে, সুরা আরাফ আপনার মুক্তির আবেদনে রত আছে, সুরা আনফাল আপনার হিত কামনা করে যাচ্ছে! কী বিস্ময়ের ব্যাপার চিন্তা করুন! স্বয়ং আল্লাহর কুরআন কিয়ামতের দিন আপনাকে বিভিন্নভাবে রক্ষা করে যাচ্ছে!

যেমন আবু উমামা বাহিলি রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা কুরআন পাঠ করো। কারণ, কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে সুপারিশ করবে। তোমরা দুটি আলোকোজ্জ্বল সুরা তথা সুরা বাকারা এবং সুরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করো। কিয়ামতের দিন এ দুটি সুরা দু-খণ্ড ছায়াদানকারী মেঘ বা দুই ঝাঁক উড়ন্ত পাখি হয়ে পাঠকারীর পক্ষে কথা বলবে।"[৪]

---

৩. *জামে তিরমিযি* : ২৯১০।

৪. *সহিহ মুসলিম* : ৮০৪।